শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে

ভারতী চিত্রপীঠের

ভক্তি অর্ঘ্য . . . . . .

পরিচালনা দেবনারায়ণ গুপ্ত

ভক্ত রঘুনাথ

ভূমিকায় *

. . . গুরুদাস · সুদীপ্তা · সন্তোষ সিংহ ·

· · হরিমোহন · অনুপকুমার ইত্যাদি ·

একমাত্র পরিবেশক ইষ্টএণ্ড ফিল্মস্

26-1-51

শ্রী সত্যাংশু কিরণ দালাল প্রযোজিত

ভারতী চিত্র-পীঠের

ভক্তি-অর্ঘ্য

ভক্ত রঘুনাথ

রচনা ও পরিচালনা : **দেবনারায়ণ গুপ্ত**। সুর সৃষ্টি : **বিভূতি দত্ত** (এ্যঃ)

প্রধান শব্দযন্ত্রী : **গৌর দাস**
শব্দ-গ্রহণ : **শিশির চট্টোপাধ্যায়**
সম্পাদনা : **রবীন দাস**
শিল্প নির্দ্দেশক : **সাধন লাহিড়ী**
নৃত্য পরিকল্পনা : **পিটার গোমেস্**
পরিস্ফূটনে : **ইউনাইটেড সিনে ল্যাবোরেটরীজ লিঃ**

চিত্রশিল্পী : **অনিল গুপ্ত**
বহির্দৃশ্য গ্রহণ : **মুরারী ঘোষ**
ব্যবস্থাপনা : **গিলু চৌধুরী**
স্থিরচিত্র : **বিনয় গুপ্ত**
রূপসজ্জাকর : **শৈলেন গাঙ্গুলী**
আবহ যন্ত্রসঙ্গীত : **মিঃ নিউম্যান** পরিচালিত এইচ, এম, ভি অর্কেষ্ট্রা

—সহকর্ম্মীবৃন্দ—

পরিচালনায় : বুল্টু পালিত ● রমেন মুখোপাধ্যায় ও কানুরঞ্জন ঘোষ। সুর সৃষ্টিতে : অরুণ দত্ত। চিত্রশিল্পে : অনিল ঘোষ ● আশু দত্ত ● দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও কানাই গুপ্ত। শব্দ গ্রহণে : ধরণী রায় চৌধুরী। সম্পাদনায় : দেবু গুপ্ত। ব্যবস্থাপনায় : শৈলেন ঘোষ। আলোক সম্পাতে : হেমন্ত দাস ● মণীন্দ্র ও অজিত মোহন্ত। রূপসজ্জায় : দুলাল দাস ● নিতাই সরকার ● দেবদাস মুখোঃ ও কার্ত্তিক।

—রূপায়ণে—

সুদীপ্তা রায়, অপর্ণা দেবী, অনুপকুমার, সন্তোষ সিংহ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী প্রসাদ, ফণী রায়, নবদ্বীপ হালদার, তারা ভট্টাচার্য, হরিমোহন বসু, সুধাংশু মুখোঃ, মণি মজুমদার (এ্যঃ), সুশীল রায়, প্রভাত রায়, শ্রীমান বিভু ও আরো অনেকে

কাহিনীর ইঙ্গিত :

প্রায় চারশ' বছর আগের কথা। সপ্তগ্রাম তখন ছিল সমগ্র বাংলার গৌরবস্থল। সপ্তগ্রাম রাজপরিবারের প্রতাপ এবং প্রভাব তখন সমগ্র বাংলায় সুবিদিত। রাজা হিরণ্য দাস আর গোবর্দ্ধন দাস এই দুই সহোদরই ছিলেন সপ্তগ্রামের সর্ব্বময় কর্ত্তা—রাজা। একদিকে এ রাজ-পরিবার যেমন ছিলেন ঐশ্বর্য্যশালী, অপরদিকে তেমনই ছিলেন অভিশপ্ত। রাজা হিরণ্য ছিলেন—বিপত্নীক। গোবর্দ্ধন ছিলেন—নিঃসন্তান। উত্তরাধিকারীর অভাবে এ রাজবংশের সমস্ত গৌরব হয়ত ম্লান হয়ে যাবে, অদূর ভবিষ্যতে। —এই একটি মাত্র চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েন—রাজা হিরণ্য দাস। তাই, গৃহ-দেবতা গোপাল জীউকে আঁকড়ে ধরে তিনি শান্তি পেতে চান, সান্ত্বনা পেতে চান।

অলৌকিক ঘটনা-চক্রের মাঝে হিরণ্যর অন্তরের এ কাতর মিনতি শেষে একদিন দেবতার কানে গিয়ে পৌছয়। গোবর্দ্ধন পত্নী একটী পুত্র সন্তান লাভ করেন। অপরূপ রূপলাবণ্য নিয়ে ম্রিয়মান রাজপরিবারকে মুখর করে তোলেন—শিশু রঘুনাথ, কিশোর রঘুনাথ, সপ্তগ্রাম রাজবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী—কুমার রঘুনাথ।

মন্দিরে যখন সন্ধ্যারতি সুরু হয়, কিশোর কুমার ভাবাবেশে তখন নৃত্য করেন—কাঁসর, ঘণ্টা আর কাড়ানাকাড়ার তালে তালে। হিরণ্য ভীতি-বিহ্বল চক্ষে সপ্তগ্রামের ভাবী রাজার নৃত্য দেখেন। মনে মনে ভাবেন,—দেবতার দুয়ারে মাথা খুঁড়ে যে সন্তান লাভ করলাম, সে কি কোনদিন সংসারী হবে? সংসার করবে?

এমনি করে সকলের সংশয়াকুল দৃষ্টির মাঝে কিশোর রঘুনাথ যৌবনে পদার্পণ করেন। পিতৃব্য হিরণ্য রঘুনাথের বিয়ে দেন অনিন্দ্য সুন্দরী শ্রীমতী ইন্দ্রলার সঙ্গে। গরীবের ঘর থেকে রাজবধূ হয়ে আসেন ইল্লা। কিন্তু

একমাত্র স্বামী ছাড়া এ রাজপরিবারের কোন ঐশ্বর্য্যই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে না। ইল্লা দেখেন, স্বামী তাঁর আত্মভোলা, হৃদয়ের সমস্ত প্রেম সঞ্চিত আছে—গোপাল জীউর চরণে।

১৪২০ শকাব্দ! যুগাবতার শ্রীচৈতন্য তখন প্রেমের বন্যায় সমগ্র দেশকে মাতিয়ে তুলেছেন। এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেন—রাজকুমার শ্রীরঘুনাথ দাস।

প্রেমের পথ, সে বন্ধুর পথ, সে সাধনার পথ,—সে পথে বাধা না হয়ে, ইল্লা সহায় হন—সিদ্ধির পথে এগিয়ে দেন স্বামীকে।

এমনি করে স্ত্রীর সহায়তায় একদিন উদাসী রাজদুলাল সাজেন বৈরাগী। অপরদিকে স্নেহকাতর রাজপরিবার একমাত্র বংশধরের শোকে হন মুহ্যমান্। এমনিতর শত সংঘাতের মাঝে নবীন তপস্বী সাধনার পথে এগিয়ে যান—কিন্তু তিনি পান কি? ছায়া ছবিতে সেই সাধনালব্ধ বস্তুরই সন্ধান পাবেন।

(১)

আওল মধুবনে সখি সব রঙ্গে
ফাগুয়া খেলব আজি মাধব সঙ্গে
হোরি, হোরি, হোরি হোঁ, হোরি হো রঙ্গে।
হামারি পিচ্‌কারী যবহুঁ বরিখব
একই শত শত ধার
সহচরী মিলি তুহুঁ সব ধাওবি
আঁখি মিলই না পার
আও সখি ভরি লহ পিচ্‌কারী হাতে
ঘন ঘন বরিখহুঁ শ্যামর মাথে
আবীর উড়াবহুঁ হোরি হো রঙ্গে
দোলত রাধা মাধব সঙ্গে ॥

নবীগোপাল গোস্বামী, এম,এ,

(২)

কৃষ্ণ কেশব হরি মাধব
রাম রাঘব ত্রাহি মাম্ ॥

(৩)

হরি হরয়ে নমঃ
কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায়
কেশবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ নাম
শ্রী মধুসূদন
গিরিধারী গোপীনাথ
মদন মোহন ॥

(৪)

হা হা প্রাণ প্রিয় সখি
কি হৈল মোর এ
কানু প্রেম বিষে মোর
তনু মন জরে

(৫)

কহিও নিঠুর আগে সখি
কহিও নিঠুর আগে
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সে বধ তাহার লাগে সখি
কহিও নিঠুর আগে।
হ'লে রাই অভাগীর বধের ভাগী
রাই মরে তোমার লাগি
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ ব'লে
কহিও নিঠুর আগে।

কহিও আমার হ'য়ে
কি কথা কহিলে কদম্ব তলায়
কালিন্দীর জল ছুঁয়ে।
সে কথা কি ভুলে গেলে
মথুরাতে যাবার কালে
কি কথা কহিলে কদম্ব তলায়
কালিন্দীর জল ছুঁয়ে।
আছে বৃন্দাবনে সাথী
যদি ভুলে থাকো।
শারী শুক আর কোকিল ভ্রমর
কপোত নামেতে পাখী
তারা সব দেখেছে সব শুনেছে
বিলাস কুঞ্জের পাখী যত
সব দেখেছে সব শুনেছে।

শারী শুক আর কোকিল ভ্রমর
কপোত নামেতে পাখী।
কহিও তাহার পাশে
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিতাম
সে মোরে দেখিয়া হাসে।
এখন হ'লেম পথের কাঙালিনী
ছিলাম শ্যাম গরবে গরবিনী
হ'লেম পথের কাঙালিনী
সে মোরে দেখিয়া হাসে, সখি
সে মোরে দেখিয়া হাসে ॥

চণ্ডীদাস হইতে

(৬)

অনুরাগে তনু ভরি   তোমারে মরমে ধরি
সরমের মধুর ছায়ায়
কত গাঁথি ফুল মালা   সাজাই বরণ ডালা
কেমনে তা মুখে বলি হায়!
আসি ঘেরি যেই কাছাকাছি
মনে হয় সেই দূরে আছি
সে মিলনে ক্ষণে ক্ষণে
বিরহ ঘনায়।
দুরাশা আমার বুঝি
অসীম অকূল
মরুতে ফোটাতে চাহে
স্বপনের ফুল।
সে স্বপন ভাঙিবে তা জানি
তাই তার সুরভি যে আনি
ভালে আঁকি চন্দন   বাঁধি মৃদু বন্ধন
যতটুকু ধরে রাখা যায় ॥

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

★

(৭)

এই না নদীর এপার ওপার
বেয়ে বেড়াই খেয়া
কখন আলো, কখন আঁধার
আবার নামে দেয়া।
পার ক'রে যাই শতেক জনে
কজন রাখে আমায় মনে গো—
গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরছে মানুষ
—শুধুই দেয়া নেয়া।
শেষের দিনের হিসেব দিতে
ডর লাগে যে বড়ই চিত্তে গো—
শূন্য ঝুলির দুহাত খালি
থাকবে কি বকেয়া!

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

(৮)

ভালো লাগা এই কুসুম রবে কি
পড়িয়া পথে ধুলায়
মালা কেন ছিঁড়ে যায়।
কামনা যে হায়   মিশেছে ধুলায়
বিরাগের পথে বিরহ ছায়ায়
ব্যাথার দেউলে নেভে যদি দীপ
জ্বালিও প্রেম শিখায়।
চেতনার ধূপ জ্বালায়ে রাখিব
তোমার চরণ স্মরি
বাসনা পোড়ানো হৃদয়ে বাঁধিব
জনম জনম ধরি।
বিলিয়ে দেবার সাধনখানিতে
পেরে থাকি যদি নিজেরে জানিতে
শুধু চরম দানের পরম বেলায়
থাকি যেন তব পায় ॥

★

(৯)

কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা
কৃষ্ণ প্রাণধন রে,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ
কৃষ্ণ জীবের প্রাণ রে।

সীতানাথ চৌধুরী

আমাদের পরবর্ত্তী আকর্ষণ

শ্রীরবি গুপ্ত প্রযোজিত

রূপায়ণ থিয়েটার্সের প্রথম নিবেদন

আদর্শ দীক্ষাগুরু

বঙ্কিমচন্দ্রের

★ দুর্গেশনন্দিনী ★

শ্রেষ্ঠাংশে

ভারতী দেবী, চন্দ্রাবতী, ছবি বিশ্বাস, অজিত চট্টোপাধ্যায়
('স্বামিজী' খ্যাত), নীতিশ, কমল মিত্র,
শ্যামলী দেবী, মঞ্জু ব্যানার্জি

পরিচালনায়—অমর মল্লিক

এবং

মহারাজ নন্দকুমার

ইষ্ট-এণ্ড ফিল্মসের পক্ষ হইতে শ্রীদেবু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ২০-এ, গৌরলাহা ষ্ট্রীটস্থ এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স লিঃ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা মাত্র